"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য সঙ্গ হলো একটাই, যার দ্বারা তোমাদের সদ্গতি হয়, আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে, বাদবাকি সব হলো কুসঙ্গ, সেইজন্যই বলা হয় - সত্য সঙ্গ পার করে দেয় আর কুসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার এমন কর্তব্য করে থাকেন যা আর কোনো ধর্ম স্থাপক করতে পারে না?

*উত্তরঃ - বাবার কর্তব্য হলো সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাবা আসেন - সবাইকে এই শরীর থেকে মুক্ত করতে অর্থাৎ মৃত্যু দিতে। এই কাজ কোনো ধর্ম স্থাপক করতে পারে না। তাদের পিছনে অনেক ধর্মের পবিত্র আত্মারা উপর থেকে নেমে আসে এবং নিজের নিজের পার্ট প্লে করে পাবন থেকে পতিত হয়ে যায় ।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। কে শুনিয়েছেন? সাজন। সবাই হলো সজনী যাদের ভক্ত বলা হয়। ভগবান এক, যাঁকে ভক্তরা স্মরণ করে। সুতরাং তাঁকে বলা হয় সাজন। ভক্ত বললে তার মধ্যে মেল অথবা ফিমেল দুই-ই আসে। সবাই হলো সীতা । রাম একজনই। ভক্ত অনেক হয়, ভগবান একজনই। সেই ভগবানকে বলা হয় পরমপিতা। লৌকিক পিতাকে পরমপিতা বলা যায় না। তারা হলো লৌকিক শরীর প্রদানকারী পিতা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পরমধাম নিবাসী, সমস্ত আত্মাদের পিতা। প্রত্যেক মানুষের দুইজন পিতা - এক হলো লৌকিক, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক পিতা। প্রত্যেক জন্মে লৌকিক পিতার বর্সা আলাদা হয়। প্রত্যেক জন্মে পিতা আলাদা-আলাদা হয়। তোমরা বিচার করো কত জন্ম তোমরা নিয়ে থাকো, কতজন পিতার সাথে তোমরা মিলিত হও? (৮৪) হ্যাঁ ৮৪ জন্মে নিশ্চয়ই ৮৪ জন বাবা এবং ৮৪ জন মা'কে পাবে। প্রত্যেক জন্মে একই লৌকিক পিতা আর একই মা হতে পারে না। দ্বিতীয় পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু সত্যযুগ-ত্রেতায় কখনও ও গডফাদার বলে স্মরণ করে না। হে পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করো - এমনটা কখনোই বলে না সেইজন্যই বোঝান হয় - সত্যযুগ-ত্রেতায় একজনই পিতা থাকেন। এরপর দ্বাপর-কলিযুগ, যাকে ভক্তি মার্গ বলা হয় - সেই সময় থেকে সবারই দুইজন পিতা হন। মেল অথবা ফিমেল সবারই দুইজন পিতা থাকে। পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে কেননা এটা হলো দুঃখধাম। দুঃখধামে দুইজন পিতা, সুখধামে একজন পিতা। এখানে এক লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন সবার দুঃখ নিবারণকারী পিতা। যাঁকে সবাই স্মরণ করে বলে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো, দয়া করো। অর্ধেক কল্প দুঃখধাম, এবং অর্ধেক কল্প ধরে চলে সুখধাম। সত্যযুগ হলো নতুন যুগ, কলিযুগ পুরানো। বাবা বলেন এখন আমি সত্যযুগ নতুন দুনিয়া স্থাপন করছি। কলিযুগের পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে। কলিযুগের পর আসবে সত্যযুগ। কলিযুগের শেষ, এবং সত্যযুগের আদিকে কল্পের সঙ্গম বলা হয়। এটা হলো কল্যাণকারী যুগ কেননা পতিত থেকে পবিত্র হতে হয়। কলিযুগে পতিত মানুষ, সত্যযুগে থাকে পবিত্র দেবতারা। বাবা বোঝান যে এখানে আছে আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়। প্রত্যেকের ভিতরে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়েছে। তাকে বলা হয় রাবণ ওমনি প্রেজেন্ট, (সর্বব্যাপী), গড অমনি প্রেজেন্ট হন না। ৫ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে, সেইজন্যই একে পতিত দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগ-ত্রেতা পাবন দুনিয়া যাকে শিবালয় বলা হয়। কলিযুগ হলো বেশ্যালয়। শিব পরমপিতা পরমাত্মা এসে নব যুগের স্থাপনা করেন। বাবা বোঝান এখন জাগো, নব যুগ অথবা সুখধামের সময় এসেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য আসছে। এখানে হলোই রাজযোগ। এটা কোনো কমন (সাধারণ) সৎসঙ্গ নয়। এক হয় সৎসঙ্গ, দ্বিতীয় হলো মিথ্যা সঙ্গ, কুসঙ্গ। সত্যের সঙ্গ পার করে দেয়, কুসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়..... সত্য হলেন একমাত্র বাবা। ওঁনাকে আহ্বান করে বলা হয় পতিত-পাবন এসো। উনিই এসে পবিত্র করে তোলেন - অর্ধেক কল্পের জন্য। তারপর মায়া রাবণ এসে অর্ধেক কল্পের জন্য পতিত করে দেয়। এমন নয় যে, বাবা পতিত বানান। এখন হলো রাবণ রাজ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য বাবা না আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সত্সঙ্গ হয়না। সব হলো মিথ্যা সঙ্গ অথবা কুসঙ্গ। তোমরা হলে সীতা, তোমরা ভক্তি করে এসেছ। তোমরা মনে কর ভক্তির ফল ভগবান এসে দেবেন। সুতরাং যখন ভক্তির সময় শেষ হতে যাচ্ছে তখনই তো তিনি আসবেন তাইনা। অর্ধেক কল্প জ্ঞানের প্রালব্ধ এবং অর্ধেক কল্প চলে ভক্তির প্রালব্ধ। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ ভগবানের শ্রীমত অনুসারে। ভগবান একজনই , তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের পিতা। তিনি আসেন-ই সঙ্গম যুগে। দ্বাপর-কলিযুগকে ভক্তি কান্ড বলা হয়। সত্যযুগ-ত্রেতাকে জ্ঞান কান্ড বলা হয়। জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছেই জ্ঞান আছে। শাস্ত্রের জ্ঞান কোনো জ্ঞান নয়। যদি ওর মধ্যে জ্ঞান থাকত তবে সদ্গতি হতো। ভারত যা হীরে তুল্য ছিল এখন আর নেই। পুনরায় বাবা এসে হীরে তুল্য করে তোলেন। তোমরা এখন হীরে তুল্য হচ্ছ। তোমাদের জীবন পরিবর্তন হচ্ছে। আত্মা দৈবীগুণ ধারণ করছে। মানুষ তো ব্যারিস্টার,

ইঞ্জিনিয়ার, সার্জন ইত্যাদি হয়। বাকি মনুষ্যদের দেবতা করে তোলা এই পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগরের কর্তব্য। তাঁকেই সত্য বলা হয়। তিনিই সত্য বলেন অর্থাত্ সত্যখন্ডের স্থাপনা করেন। বাকি তো সবাই মিথ্যা বলে, মিথ্যা খন্ডের স্থাপনা করে। ওরা রাবণের মতে চলে। তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছ। নতুন যুগে নতুন ভারত ছিল।। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তাদের এই রাজ্য ভাগ্য কে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই যিনি স্বর্গ স্থাপনা করেছিলেন। এখন ওরাও এই অবিনাশী উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছে - ৮৪ জন্ম নিয়ে। এখন চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। লিবরেটর (মুক্তিদাতা) একজনই বাবা। তিনিই লিবরেটর করে সবাইকে নিয়ে যান সেইজন্যই তাঁকে কালেরও কাল বলা হয়। বাবা বলেন এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যেতে হবে। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে - সেটাও বাবা বসে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী করে তুলেছেন। তিন লোকের, তিন কালের নলেজ তিনি দেন। তিনিই পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ। ওঁনার কাছ থেকেই তোমরা সত্যখন্ডের উত্তরাধিকার পাও। এখানে তোমরা এসেছ পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য, যিনি স্বর্গ স্থাপনা করেন। তোমরা জানো আমরাই আবারও স্বর্গের মালিক হবো।

সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং আরও যারা ছিলেন তাদের বলা হয় ডিটি রিলিজন (দৈবী ধর্ম), ঐ সময় ছিল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাদের ধর্মও শ্রেষ্ঠ সুতরাং কর্মও শ্রেষ্ঠ ছিল। সেখানে ভ্রষ্টাচারী কেউ-ই থাকে না। দ্বাপর-কলিযুগে একজনও শ্রেষ্ঠাচারী থাকে না। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই মন্দ গতি হয়ে থাকে। তারপর বাবা এসে পুনরায় পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। কোনো ধর্ম স্থাপক পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য আসেন না। পতিত-পাবন তো একমাত্র বাবা। তিনিই সত্য গুরু। বাদবাকি যারা আসেন তারা তো নিজেদের ধর্ম স্থাপনা করেন। উপর থেকে পবিত্র আত্মারা নেমে আসে তারপর তারাও পতিত হয়ে যায়। এই সময় সবাই পতিত হয়ে গেছে। সবাইকে পবিত্র করে তোলা বাবার কর্তব্য। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। গুরু নানকও সেই সদ্গুরুর মহিমা করেছেন। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই মহাভারতের লড়াই। এমন নয় যে, তোমাদের লড়াইয়ের ময়দানে এসে জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞানের জন্য তো একান্ত প্রয়োজন। ৭ দিন ভট্টিতে থাকতে হয়। বাদবাকি সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ভক্তদের মধ্যেও কেউ খুব তীক্ষ্ম হয়। রুদ্র মালা যেমন আছে ভক্ত মালাও আছে। ওটা হলো ভক্তদের মালা, এটা জ্ঞানের মালা। সবার উপরে শিব তারপর যুগল দানা এবং তাদের বংশধর যাদের মালা মানুষ স্মরণ (মালা হাতে জপ করা) করে। রাম-রাম করতে থাকে কেননা দুঃখী হয়ে পড়েছে , রাবণ সম্প্রদায় রামকে স্মরণ করে বলে এসে নিজের করে তোলো। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কোলে (আশ্রয়) এসেছ। বাস্তবে সমস্ত আত্মারাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। মনুষ্য সৃষ্টি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয়েছে। আত্মা তো অবিনাশী। আত্মাদের পিতাও অবিনাশী। এখন তোমাদের দুইজন পিতা - একজন বিনাশী, দ্বিতীয় জন অবিনাশী। ব্রহ্মাও শরীর ত্যাগ করেন। শিববাবার তো নিজের শরীর নেই। তিনি তো জন্ম-মৃত্যু রহিত। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে তোমরা বাচ্চারা আসো। তোমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। হিসেব আছে না! গুরু নানক যখন ছিলেন সেটাও ৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তিনি ৮৪ জন্ম কিভাবে নেবেন। বাকি লক্ষ জন্মের প্রশ্নই আসে না। বাবা বুঝিয়ে বলেন এখন সবার জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর নতুন খেলা (ড্রামা) সত্যযুগ থেকে শুরু হবে। সত্যযুগে অল্প সংখ্যক প্রয়োজন, তাহলে বাকিরা কোথায় যাবে ? ওদের জন্যই খড়ের গাদায় আগুন লাগবে। বোমা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকি আত্মারা সবাই চলে যাবে মুক্তিধামে। এখন প্রলয়ের সময়, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ভারতকে অবিনাশী খন্ড বলা হয় কেননা ভারতই হলো বাবার জন্ম স্থান। শিববাবা ভারতেই আসেন। পতিত-পাবন বাবা এখানেই জন্ম নেন (অবতরণ করেন) অর্থাৎ সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য ভারত সবচাইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ভারতের এতো মহত্ব কিন্তু সেই মহত্বকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও ড্রামার খেলা যা বাবা এসে ব্যাখ্যা করেন। বাবা বলেন আমিই জ্ঞানের সাগর। লক্ষ্মী-নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। ওদের মধ্যে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকে না।

সেই জ্ঞান অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আছে। তোমরাই মনুষ্য থেকে দেবতা হও। তোমরা এখানে আসো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য। বাবা বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। নিরাকার বাবা এনার (ব্রহ্মা) অরগ্যান্স লোন নিয়ে ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন করান। তোমাদের আত্মাও এই অরগ্যান্স দিয়ে শোনে। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা হলো স্টার, যা ভ্রুকুটির মাঝখানে থাকে এবং ঐ বাবা হলেন সুপ্রিম আত্মা। সেই সুপ্রিম এসে এনাকে তাঁর মতোই সুপ্রিম করে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের গাইড। ওঁনাকেই দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বলা হয়। দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে তোমাদের নিয়ে যাবেন। সত্যযুগে দুঃখ থাকে না। নতুন যুগের নলেজ নতুনই হবে তাইনা। এ'সব বিষয় মানুষ কখনও শোনেনি। সে ভালো হোক বা মন্দ মানুষ হোক । কিন্তু সবাই তো পতিত, তবেই তো গঙ্গায় স্নান

করতে, পবিত্র হতে যায়। গঙ্গার নাম পতিত-পাবনী রেখে দিয়েছে। বাস্তবে পতিত-পাবন তো বাবাকেই বলা হয়। পতিত দুনিয়ার পরে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়। সত্যযুগকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (নির্বিকারী দুনিয়া) বলা হয়। এবং ওটা (পরমধাম) হলো সাইলেন্স ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড (নিঃশব্দ নিরাকার ওয়ার্ল্ড)। আত্মারা এখানে এসে পার্ট প্লে করে। ৮৪ জন্মের জন্য এই পার্ট। তোমরা অলরাউন্ডার পার্ট প্লে করো। পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা তৈরি হয়েই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ-নিজ অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। সেটা কখনও মোছা যায় না। তোমরা ৮৪ জন্ম অনুভব করতে থাকবে। চক্রের শুরু বা শেষ নেই। ড্রামা কবে শুরু হয়েছিল - এই প্রশ্ন আসে না। এর না শুরু না শেষ হয়। সত্যযুগের আদি সত্য ছিল, এটাই সত্য এবং সত্য থাকবেই...। এই চক্রকে বুঝে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা মহারানি হও। তাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বশক্তিমান কর্তৃত্বের) রাজ্য বলা হয়, এবং এটা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি বাবার কাছ থেকে পাওয়া যায়। তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছে ২১ প্রজন্মের জন্য সদা সুখের বর্সা পেয়ে থাকো। বাবাকে বলো হয় হেবনলি গডফাদার। হেবনের (স্বর্গ) বর্সা প্রদানকারী বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে এসে স্বর্গের বর্সা দিই। যে পুরুষার্থ করবে সেই সূর্যবংশী রাজত্বে যাবে। এটা কোনো কমন (সাধারণ) সৎসঙ্গ নয়। এটা হলো গডলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ না! ভগবান শিক্ষা প্রদান করে মনুষ্যদের দেবতা করে তোলেন। এমন কোনো সত্সঙ্গ নেই যেখানে বলা হয় আমি মনুষ্যদের দেবতা করে তুলব।

এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়াতে দেবী-দেবতা পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। অন্যদের বোঝান উচিত যে দুইজন পিতা - একজন হলেন অসীম জগতের পিতা, অপর জন জাগতিক জগতের (হদ) পিতা। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তোমাদেরও রায় দিচ্ছি বর্সা নাও। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পরমপিতা পরমাত্মার মতে চললে তোমরাও স্বর্গের মালিক হতে পারবে। সত্য হলেন একমাত্র বাবা। তিনিই এসে শিক্ষা প্রদান করেন। এনার(ব্রহ্মা) অরগ্যান্স দ্বারা বলে থাকেন ব্রহ্মা শরীর দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকি। ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা দাদার উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। দাদার উত্তরাধিকারের প্রতি সমস্ত আত্মাদের অধিকার আছে। লৌকিক সম্বন্ধে শুধু মেল(পুরুষ) উত্তরাধিকার পায়। তোমরা তো আত্মা। সবাই ভাই-ভাই। সবাই শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। তোমরা দাদার কাছে উত্তরাধিকার পাচ্ছ।

বাবা বলেন আমি তোমাদের মন্দিরের যোগ্য করে তুলি। মানুষের মধ্যে দেখ কত ক্রোধ। একে অপরকে শেষ করে দেয়। এটা হলো বেশ্যালয়। শিবালয় ছিল, আবারও হবে। পরমপিতা পরমাত্মা শিব এসে শিবালয় তৈরি করেন। বেশ্যালয় থেকে লিবারেট করে গাইড হয়ে সবাইকে শিবালয়ে নিয়ে যান। সবাই নিজেদের পুরানো শরীর থেকে মুক্ত হয়ে আমার সাথে চলে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দৈবী গুণ ধারণ করে নিজের জীবন পরিবর্তন করতে হবে। সত্যখন্ডে যাওয়ার জন্য সত্য বাবার প্রতি সত্য থাকতে হবে।

২) এক সত্য বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে অসীমিত উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ- প্রত্যেকের স্বভাব-সংস্কারকে জেনে সংঘর্ষের পরিবর্তে সেফ থাকা মাস্টার নলেজফুল ভব

কোনো বিষয়কে ছোট বা বড় করা - এটা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যখন একে-অপরের স্বভাব-সংস্কার সম্পর্কে জেনে গেছো তো নলেজফুল কখনও কারো স্বভাব-সংস্কারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে না। যেমন কারো জানা আছে যে এখানে গর্ত আছে বা পাহাড় আছে সুতরাং সে তার সাথে ধাক্কা খাবে না, নিজেকে সরিয়ে নেবে। ঠিক সেইভাবেই তোমরাও সরে যাও অর্থাৎ নিজেকে সেফ রাখো। কোনো কাজ থেকে সরবে না কিন্তু নিজের সেফ্টির শক্তি দ্বারা অন্যদেরও সেফ করা - এটাই হলো সরে যাওয়া।

স্লোগানঃ- উড়তি কলার অনুভব করতে হলে সর্বদা ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতার স্মৃতিতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;